তারিখ 04 NOV 1993
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক ইনকিলাব

শিক্ষাঙ্গন

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা প্রতিদিন ১টি করে বিষয়ের চাই

প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষা দেশের কচি কাঁচা ছেলে-মেয়েদের জন্য নিঃসন্দেহে উৎসাহ-উদ্দীপনা যোগায়। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এই উৎসাহ-উদ্দীপনা যদি পরীক্ষার সময়সূচীর কারণে তা অংকুরে বিনাশ হয়, তাহলে এটা খুবই দুঃখজনক ব্যাপার। আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থী। বিগত বছরগুলোর প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার সময়সূচীর দিকে নজর দিলে দেখা যায় প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার্থীদের বয়স, বুদ্ধি, জ্ঞান, মেধা, ধৈর্য্য ও পরীক্ষা নেয়া হয়। এর ফলে প্রতিদিন ২টি বিষয়ের বইগুলোর উপর একবার করে নজর বুলানোও সম্ভব হয় না। এহেন অবস্থায় আমাদের মত কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা ভীতির সঞ্চার হয়, তখন বৃত্তি পাওয়া দূরে থাক, অনেককেই ভাল ফলের আশা করেও ব্যর্থতার গ্লানি বয়ে বেড়াতে দেখা যায়। তারা প্রতিদিন ১টি বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে কিছুটা স্বস্তি অনুভব করে।

বৃত্তি পরীক্ষার আর বেশী দেরী নেই। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার এখনই উপযুক্ত সময়। তাই প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সমীপে আকুল আবেদন— আমাদের জ্ঞান, মেধা, ধৈর্য ধারণ ও শক্তির কথা গভীরভাবে বিবেচনা করে এবার থেকেই ১৯৯৩ প্রতিদিন যাতে ১টি বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারি সে মত পরীক্ষার সময়সূচী নির্ধারণের একান্ত অনুরোধ রইল।

—মোঃ তরিকুল ইসলাম,
বাথানগাজী, সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়,
থানাঃ মহেশপুর, ঝিনাইদহ।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমীপে

আগামী ২৯ ডিসেম্বর ১৯৯৩ সনের ডিগ্রী পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। সম্প্রতি জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়েছে পরীক্ষা না-কি অনেকে "সাফ গেমসকে" পুঁজি করে পরীক্ষা পিছানোর আবেদনও করেছে। সাফ গেমসে যেসব খেলা বিটিভি দেখাবে তার মধ্যে অনতম ফুটবল। আর এ ফুটবল খেলা সাধারণত বিকেলে হয়। আর ঐ সময় কেউ লেখাপড়া করে না। তাই পরীক্ষা পিছানোর জন্য সাফ গেমস কোন কারণ হতে পারে না।

প্রশংসনীয়। তাই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ পূর্ব ঘোষিত ২৯ ডিসেম্বর তারিখেই পরীক্ষা শুরু করা হোক এবং অচিরেই পরীক্ষার রুটিন দিয়ে সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটানো হোক।

—আবদুল কাদির,
সরকারী মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ,